Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.129-136
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন: প্রসঙ্গ পাঁশকুড়া

দেবাষিশ বেরা
সহকারী অধ্যাপক, শহীদ অনুরূপ চন্দ্র মহাবিদ্যালয়, বুরুল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Medinipur was the center, source and guide of the anti-British struggle in Bengal and India. Medinipur, the motherland of revolution, witnessed the initiation of many strands of freedom movement. In 1921-22 AD, the beginning of the mass struggle against the Union Board under the leadership of the famous public leader Birendranath Sasmal, the 'uncrowned' king, was one of those trends. In Bengal, the anti-union board movement started in Medinipur. Panskura Thana Congress Committee on the call of Birendranath Sasmal joined the anti-Union Board movement in Medinipur and this movement spread throughout Panskura Thana. It should be mentioned that the British government was forced to retreat under the pressure of the anti-union board movement in Medinipur led by Birendranath Sasmal and removed the remaining 226 union boards from the entire Medinipur district in December 1921 except the Gopalnagar union board of Panskura. Therefore it is necessary to see whether the anti-union board movement had a mixed effect in Panskura police station
Key Words: Chowkidari Act, Rural Autonomy, Public Education, Vice President, Non-Cooperation Movement, Board President

ভূমিকা: ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন নিয়ে তেমন কোন লেখালেখি কিংবা আলোচনা এযাবৎকাল খুব একটা হয়নি। বঙ্গ সংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক তারাপদ সাঁতরা একসময় আক্ষেপ করে বলেছিলেন, '১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী যে গণ-আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার ক্রমবিবরন ও সাফল্য সরকারি বা বেসরকারি কোন লেখায় যথাযোগ্য ভাবে প্রকাশিত হয়নি'।[1] কিন্তু এই আন্দোলনের গুরুত্ব কিংবা প্রভাব একেবারেই ছিল না তা বলা যায় না। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে খুব উদ্বেগের ছিল। সেই সময় বাডোয়ান ডিভিশনের কমিশনার C. K. Dey ১৯২২ সালের ২৯ জানুয়ারি এক চিঠিতে বাংলা সরকারের চিপ সেক্রেটারির কাছে এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি এতটাই আতঙ্কিত ছিলেন যে, এই আন্দোলন মেদিনীপুরের সীমা ছাড়িয়ে বাডোয়ান প্রেসিডেন্টসির অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "I am afraid that the situation in Medinipore district is geting very serious, though the trouble is still sporedic and I am of opinion that immiedate action is imperative to chack the movement in its present early stage, in order to prevents its spreading all over the district

and extending to thus pasts of the Presidency"।[২] এই নিবন্ধে আমার আলোচ্য মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত পাঁশকুড়া থানায় এই ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলনের প্রসার কতখানি ছিল। শাসক শ্রেণীর দমননীতি ও অত্যাচারকে উপেক্ষা করে এই থানার জনগণ কতখানি আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন তার মূল্যায়ন করা।

পশ্চাৎপট: ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের ১০৫ বছর পর ১৮৭০ সালে বঙ্গীয় গ্রাম চৌকিদারী আইন পাস করে। এই আইন অনুসারে গ্রামাঞ্চলে অপরাধ দমনের লক্ষ্যে বাংলার গ্রামাঞ্চলে স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে 'চৌকিদারী পঞ্চায়েত' নামে একটি সংস্থা চালু হয়।[৩] লড্ রিপন (১৮৮০-৮৪) প্রথম ভাইসরয় যিনি ভারতে একটি স্বশাসিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী হন। এই ব্যবস্থাকে রাজনৈতিক ও জনশিক্ষার হাতিয়ার আখ্যা দিয়ে তিনি এর একটি বিস্তারিত রূপরেখা রচনা করেন এবং ১৮৮২ সালে রিপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ সরকার দেশের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাস করেন।[৪]

১৯১৪ সালে তদানীন্তন বাংলা সরকার একটি জেলা প্রশাসন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশে গ্রামাঞ্চলে এমন এক শাসন কর্তৃপক্ষ গড়ে ওঠে যার মধ্যে একাধারে ইউনিয়ন কমিটি ও চৌকিদারী পঞ্চায়েতের কাজ করবে। একটি গ্রামীন বিচার ব্যবস্থা ও তার অন্তর্ভুক্ত হবে। মূলত এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পাশ হয় 'বঙ্গীয় গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন আইন'।[৫]

আইনের বিভিন্ন দিক: 'বঙ্গীয় গ্রামীন স্বায়ত্তশাসন আইন'এ বলা ছিল:

১। কতকগুলি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হবে। প্রতিটি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে ৯ জনের মধ্যে হবে। সদস্যরা কিছুজন নির্বাচিত ও কিছু জন মনোনীত।[৬]

২। সদস্যদের যোগ্যতা হিসেবে এই আইনে বলা হয়েছে, সদস্যদের বয়স ন্যূনতম একুশ বছর হবে এবং তারা যেন ওই ইউনিয়নের অন্তরভূক্ত বাসিন্দা কিংবা নাগরিক হন।[৭]

৩। নির্বাচিত সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করবেন। যদি কোন ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ব্যর্থ হয় তাহলে জেলা বোর্ড কোন মেম্বারকে নিয়োগ করতে পারেন। একইভাবে তারা ভাইস প্রেসিডেন্ট ও নির্বাচন করবেন।[৮]

৪। নির্বাচিত কিংবা মনোনীত ব্যক্তিদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল চার বছর। তবে জেলা বোর্ড কোন ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বরখাস্ত করতে পারতেন।[৯]

৫। দফাদার বা চৌকিদার পদের শূন্যতা দেখা দিলে ইউনিয়ন বোর্ড এই আইন বলে যোগ্য ব্যক্তিকে ওই পদে নিয়োগ করতে পারত।[১০]

বোর্ডের কার্যাবলী: ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল গ্রামের দফাদার বা চৌকিদাররা যাতে ঠিকমতো কাজকর্ম পরিচালনা করে তা নজর রাখা। এছাড়া জনসাস্থ্য রক্ষার জন্য সাধারণের ব্যবস্থা, যথা - গ্রামের জঞ্জাল অপসারণ, পথঘাট পরিষ্কার রাখা, প্রকাশ্যে মলমূত্রত্য ত্যাগ বন্ধ করা, গ্রামের রাস্তাঘাট ও সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, ইউনিয়নের মধ্যে অনুষ্ঠিত মেলা ও তার স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করা।[১১]

ইউনিয়ন বোর্ড আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পালন করত তা হলো জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এবং থানার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে। গ্রামে কোন মহামারী রোগের প্রাদুরভাব দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ জেলা কিংবা থানায় ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে খবর পৌঁছে যেত।[১২]

ইউনিয়ন বোর্ড গুলিকে তার নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য কর বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের কর্মচারী দফাদার ও চৌকিদারদের বেতন ও সরঞ্জামি খরচের জন্য যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন সেই পরিমাণ কর ইউনিয়ন বোর্ড বসাতে পারতো।[১৩] ইউনিয়ন বোর্ডের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশনাল কমিশনারের হাতে। নির্বাচনী বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও তারপর কমিশনারের কাছে আপিল করা যেত।[১৪] ইউনিয়ন বোর্ডের যাবতীয় কাজকর্ম সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। কোন ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ ভালো না লাগলে বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা অথবা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট কে পদচ্যুত করার ক্ষমতা কমিশনারের হাতে দেওয়া হয়েছিল। জেলা মেজিস্ট্রেট ইউনিয়ন বোর্ডের ধার্য করা কর বাতিল করে নতুন কর ধার্য করতে পারতেন।[১৫]

ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন: ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন অনুসারে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। সমগ্র জেলায় মোট ২২৭টি বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল। এই ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের সময়কালে সমগ্র দেশ জুড়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে তখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের সহিত মিলাবেন না একেবারে স্থানীয় ভিত্তিতে আলাদা করে আন্দোলন শুরু করবেন এ বিষয়ে তিনি প্রথম থেকে সংশয়ে ছিলেন। বরিশালে অনুষ্ঠিত ১৯২১ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে ইউনিয়ন বোর্ডের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন কে যুক্ত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।[১৬] এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ গান্ধীজীর কাছে আন্দোলন পরিচালনার অনুমতি চান। গান্ধীজী বীরেন্দ্রনাথের আবেদনে সাড়াদেন এবং বলেন, “সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল, তাই অসহযোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা তিনি নিজের হাতেই রাখতে চান। তবে বীরেন্দ্রনাথ ইচ্ছে করলে নিজের দায়িত্বে আন্দোলন আরম্ভ করতে পারেন”।[১৭]

আন্দোলনের প্রস্তুতি: ১৯২১ এর এপ্রিলে যখন প্রথম ইউনিয়ন বোর্ড মেদিনীপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রথম দিকে গ্রামের সাধারণ মানুষ এই ভেবেছিল যে, গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, পানীয় জলের সমস্যা মিটবে, জল সেচের ব্যবস্থা উন্নত হবে, বাজারহাট গড়ে উঠবে, মামলা-মকদ্দমা ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মিটবে। ইউনিয়ন বোর্ড বসার সঙ্গে সঙ্গে চৌকিদারী ট্যাক্স ৫০% বেড়ে যাবে এই কথা শোনার পর গ্রামের সাধারণ মানুষের মনোভাব বিপরীত হয়। এই অবস্থায় বর্ধিত হারে ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা সাধারণ লোকের ছিল না। তাই পরবর্তীকালে তারা ইউনিয়ন বোর্ডের বিরোধী হয়ে উঠেছিল।[১৮]

এই অবস্থায় বীরেন্দ্রনাথ ও তার সহকর্মীরা জনসমক্ষে বোঝাতে লাগলেন যে, ইউনিয়ন বোর্ড বিভিন্ন দিক দিয়ে ক্ষতিকর। তিনি এই বলে বোঝাতে লাগলেন যে, এই বোর্ড পরিচালনা করবেন ধনীরা। সাধারণ দরিদ্র লোকের উপর ট্যাক্স বসিয়ে সেই টাকায় ধনীরা শাসন পরিচালনা করবেন। বীরেন্দ্রনাথ আরো বোঝান যে, ইউনিয়ন বোর্ড যে জনসাস্থ্যের কথা বলছে তা আপেক্ষিক। তাছাড়া জনসাস্থ্য সাধারণ লোকের সমস্যা নয়, তাদের সমস্যা অন্ন বস্ত্রের। লোকে কি পায়খানা করবে ঘটি বাটি বেচে? সরকার যদি মনে করে যে, জনসাস্থ্যের উন্নতি করা দরকার তবে নতুন ট্যাক্স না বসিয়ে তা করা উচিত।[১৯]

গ্রামের সাধারণ লোকেদের ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে বিরোধী ভাব না থাকলেও সম্পন্ন লোকেরা যথা- জমিদার, জোরদার, মহাজন, ব্যবসায়ী প্রত্যেকেই ইউনিয়ন বোর্ডে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে বিরোধিতার তেমন ছাপ ছিল না।[২০] আসলে গ্রামাঞ্চলে এরাই ছিলেন নেতৃস্থানীয়। একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর এদের নিয়ন্ত্রণ যেমন দৃঢ় হয়ে উঠেছিল অন্যদিকে মাহিষ্যদের সামাজিক আন্দোলনের প্রসারে এরাই ছিলেন অগ্রণী।

আন্দোলন: বীরেন্দ্রনাথ শাসমল জেলার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে সভা সমিতি কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে আন্দোলন শুরুর পূর্বে জমি প্রস্তুত করেছিলেন। জেলার প্রথম আন্দোলন শুরু হয়েছিল কাঁথি সদর ও রামনগর থানা ইউনিয়ন বোর্ডে। কাঁথিতে নতুন ইউনিয়ন ট্যাক্স দেওয়া ১৯২১ সালের মে মাস থেকে বন্ধ হয়ে যায়। যারা ট্যাক্স আদায় করতে এসেছিল তাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধের খবর পাওয়া যায়। রামনগর থানার ফতেপুর গ্রামে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট ট্যাক্স আদায় করতে গ্রামে উপস্থিত হলে গ্রামের মেয়েরা বাইরে এসে বলেন, “শাসমল বাবু ট্যাক্স দিতে না বলিয়াছেন। কংগ্রেস কর্মীরাও না বলিয়াছেন, আমরা ট্যাক্স দিবো না ...”।[২১] এরপর প্রেসিডেন্ট তাদের ওপর জুলুম করলে গ্রামের মহিলারা ঝাঁটা প্রদর্শন করেছিল।

উপরিউক্ত চিত্র পাঁশকুড়া থানাতে ও একই রকম ছিল। বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ১৯২১ সালের মে মাস থেকে সমগ্র পাঁশকুড়া থানার জনগণ সংঘবদ্ধ হয়। এই থানার স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন কিসমত জগন্নাথচক গ্রামের তরনী চরন বের, দক্ষিণ অর্জুনদার কালিপদ ভৌমিক, ধুলিয়াড়ার যটাধারী মাইতি, রাধাবল্লভচকের রাখাল চন্দ্র নায়ক, কোলাঘাটের রাধা গোবিন্দ চক্রবর্তী, কালই এর রমণীমোহন প্রামাণ, কেশাপাটের কালাচাঁদ বক্সী, চৈতন্যপুর এর রঞ্জিত কুমার মাইতি প্রমুখগন।[২২] স্থানীয় নেতারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে ‘পল্লী সমিতি’, ও ‘পল্লী সংঘ’ গঠন করতে করেন। কতকগুলি ‘পল্লী সংঘ’ নিয়ে গড়ে উঠল শাখা কংগ্রেস। পাঁশকুড়া বাজার, কেশাপাট, হাউর, সিদ্ধা ও কোলাঘাট এই পাঁচটি স্থানে শাখা কংগ্রেসের অফিস ছিল। শাখা কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্বরা গ্রামীণ নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করতো এবং গ্রামের সাধারণ মানুষকে বোঝানো হতো তারা যেন চৌকিদারী ট্যাক্স না দেয়। তাছাড়া তারা সাধারণ মানুষকে এই ভাবে বোঝত যে, চৌকিদারের সামনে কেউ একা বললে কার্যকর হবে না গ্রামের সকল ব্যক্তিকে এক জোট হতে হবে।[২৩]

এই পর্বে সমগ্র পাঁশকুড়া থানায় ৩৭ জন চৌকিদার ও ৪২ জন দফাদার ছিলেন।[২৪] এদের নির্দিষ্ট ইউনিয়ন এলাকা ছিল যেখানে তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা আদায় করতো। এই কাজে ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট তাদের সহায়তা করত বেশিরভাগ সময় চৌকিদার ও দফাদার ইউনিয়ন প্রেসিডেন্টের কিংবা অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্স আদায় করতে বেরতেন। ভয় দেখিয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়ে জোরপূর্বক রাজস্ব আদায় করা হত।

আন্দোলন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ট্যাক্স আদায় বন্ধ করার জন্য পাঁশকুড়া থানা কংগ্রেস সদস্যরা অভিনব পন্থা নিয়েছিল। ইউনিয়ন বোর্ড সদস্যরা গ্রামে গ্রামে যাতে ট্যাক্স আদায় করতে না আসে তার জন্য পোস্টার লাগিয়ে ভয় দেখানো হতো। পাঁশকুড়া থানা কংগ্রেস কমিটি থানার বিভিন্ন স্থানে - কেশাপাট, কোলাঘাট পাঁশকুড়া বাজার, সিদ্ধা বাজার, চৈতন্যপুর, মনসা পুকুর, তেলিপুকুর, জোড়া পুকুর, ভোগপুর প্রভৃতি স্থানে এই পোস্টার এর ব্যবস্থা করে। সেখানে লেখা থাকত, “এই গ্রামে ট্যাক্স আদায় করতে এলে

ফল ভালো হবে না"।[২৫] এইভাবে কখনো ঝাঁটা দেখিয়ে কিংবা কখনো পোস্টার লাগিয়ে গ্রামবাসীরা চৌকিদার কিংবা দফাদারদের ভয় দেখিয়ে গ্রামে আসতে দিত না।

বীরেন্দ্রনাথ ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন কাঁথিতে সূচনা করলেও পরবর্তীকালে তিনি তমলুক মহকুমার বিভিন্ন স্থানে জনমত গঠনের প্রয়োজনে সভা করেন এবং জনগণকে আন্দোলনে এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন। ১৯২১ সালের জুন মাসে তিনি পাঁশকুড়ার পুরনো বাজারে একটি সভা করেছিলেন। এই সভায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের অপকারিতা বর্ণনা করেন। সমবেত জনমণ্ডলী ইউনিয়ন বোর্ড বর্জনের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এবং শ্রোতাগণকে বীরেন্দ্রনাথ এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, এই কাজ করার জন্য যদি কোন আইনি সমস্যা দেখা দেয় তাহলে তিনি নিজেই তার সমাধান করবেন কিন্তু কেউ যেন এক পয়সাও ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স না দেয়।[২৬]

এরপর বীরেন্দ্রনাথ কোলাঘাটে একটি জনসভা করেন। এই সভার সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কংগ্রেস নেত্রী বিভ রানী চক্রবর্তী। এছাড়া সভার অন্যান্য নেতৃত্বরা হলেন, - রাধা গোবিন্দ চক্রবর্তী, ভোলানাথ সরকার, অন্নদা চরণ বক্সী প্রমুখগন। এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে কতগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঠিক হয়, বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন আইন অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিরোধ করতেই হবে। এলাকার যে সকল ব্যক্তি বোর্ডের সদস্য ছিলেন তাদেরকে বুঝিয়ে সদস্য পদ প্রত্যাহার করাতে হবে। সেই সাথে বিদেশি বর্জন মাদকদ্রব্য বর্জন আদালত বর্জন ও অস্পৃশ্যতা বর্জনের সহিত ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স ও বর্জন করতে হবে।[২৭]

তমলুক মহাকুমার সার্কেল অফিসার নিজেই ঘোড়ায় চড়ে ট্যাক্স আদায় করার জন্য পাঁশকুড়া থানার ১৩ নম্বর ইউনিয়নের চৈতন্যপুর গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রামে ঢোকার মুখেই বিরাট গোলমাল এর শব্দ শুনে পথের ধারে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "লোকে এত তর্জন গর্জন করছে কি জন্য"। উত্তরে ওই লোকটি বলেন, "না সাহেব তর্জন গর্জন কিছু না, গ্রামের লোক হরিসংকীর্তন করছে"।[২৮] সাহেব ঐ লোকের কথা বিশ্বাস না করে ঘোড়া ঘুরিয়ে তমলুক ফিরে গিয়েছিলেন। এই ঘটনা প্রমান করে যে, ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী আন্দোলন গ্রামগুলিতে এতটাই সক্রিয় ছিল যে, গ্রামের ভেতরে অফিসাররা প্রবেশ করতে ভয় পেত।

২৭ শে জানুয়ারি ১৯২২ সালে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পাঁশকুড়া থানার হাউর ও কেশাপাট ইউনিয়নে রাজস্ব আদায় করার জন্য স্পেশাল তহসিলদার নিয়োগ করা হয়েছিল।[২৯] শুধু তাই নয় তহসিলদারের সাথে সার্কেল অফিসার কে ও পাঠানো হয়েছিল ওই দুই এলাকার রাজস্ব আদায় করার জন্য। এলাকাবাসী রাজস্ব না দিয়ে প্রবল প্রতিরোধ তৈরি করেছিল। কোনভাবেই তহশিলদার ট্যাক্স আদায় করতে পারেনি। উপরন্তু ইউনিয়ন বোর্ডের নামে রশিদ দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়াতে তারা চৌকিদারী টেক্সটাও বন্ধ করে দেয়। বিরক্ত হয়ে অফিসাররা মাল ক্রোক করা শুরু করে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাল ক্রোক করার সময় কংগ্রেস সেচ্ছাসেবকরা কোন বাধা সৃষ্টি করেনি। গ্রাম বাসিরা ও স্বেচ্ছায় তাদের জিনিসপত্র ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু অসুবিধা দেখা দিল ক্রোকি মাল অপসারণ করার সময়। সরকারের হয়ে কেউ মাল বইতে চাইলো না। কোথাও একটা গরুর গাড়িও পাওয়া গেল না। অগত্যা সরকারি গাড়ি এনে ক্রোক মাল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু তমলুক থানা থেকে কেউ আর নিলামে সেই মাল

কিনতে চাইল না। দিনের পর দিন ক্রোক মাল জমে পাহাড়ে পরিণত হয়েছে। একসময় তা আর রাখার জায়গা হচ্ছে না। কোন উপায় না পেয়ে সরকারপক্ষ মাল ক্রোক করা বন্ধ করে দেন।[৩০]

ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকগণ বিভিন্ন স্থানে গিয়ে জনসাধারণকে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু তাদের যুক্তি গ্রামবাসীরা কোনভাবেই কর্ণপাত করেনি। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, "সাধারণ মানুষ এই বিশ্বাস করে যে ট্যাক্স ১২ গুণ বেড়ে ৮৪ টাকা হবে। এই ভূল ধারনা তাদের বোঝাতে গেলে লোক মনে করে প্রতারণা করা হচ্ছে। অনেক স্থানে গ্রামবাসীরা তাদের ঘিরে চিৎকার করে জানায় যে ইউনিয়ন বোর্ড তারা কিছুতেই মেনে নেবে না"।[৩১]

পাঁশকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে ব্যাপক বিক্ষোভের ফলে চৌকিদার দফাদাররা আর ট্যাক্স আদায় করতে যেতে চাইছে না। অনেকে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। যারা চাকরি ছেড়ে দেয় মহকুমা শাসক তাদের বুঝিয়েও ফিরিয়ে আনতে পারেনি। তমলুকের মহকুমা শাসক দেখেন, চৌকিদাররা মাল ক্রোকের ব্যাপারে তহশিলদারদের সাহায্য করতে অসম্মত। লোকে নাকি তাদের ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু কে কোথায় ভয় দেখাচ্ছে এ সংবাদ মহকুমা শাসক কোন চৌকিদারের মুখ থেকে সংগ্রহ করতে পারেনি।[৩২]

এই অবস্থায় সরকারী মহলে সকলেরই ধারণা হয় যে, ইউনিয়ন বোর্ড চালু রাখা অসম্ভব। কাঁথির মহকুমা শাসক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন কাঁথিতে ইউনিয়ন বোর্ড কিছুতেই চালানো যাবে না। ঘাটালের মহকুমা শাসক জানালেন, এই উপায়ান্তরহীন অবস্থা চলতে থাকলে গোলমাল ক্রমশ বাড়তেই থাকবে। কমিশনের ধারণা, 'ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহারের মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। সরকার জনসাধারণকে কিছুটা পরিমাণ স্বরাজ দিতে চেয়েছিল, লোকে যদি সে অধিকার নিতে না চায় তবে লজ্জার কথা তাদেরই'।[৩৩]

সবশেষে কলকাতার সরকারি মহল ও বুঝেছিল যে, পূর্ব মেদিনীপুরে গণপ্রতিরোধ ভাঙা সম্ভব নয়। ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহার করা ছাড়া এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কোন পথ নেই। মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৭ ই ডিসেম্বর ১৯২১ সালে বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিব কে একটি পত্রে অবগত করেন যে, 'পাঁশকুড়া থানার গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ডের ৪ জন নির্বাচিত ও ২ জন মনোনীত সভ্যের মধ্যে ৩ জন নির্বাচিত ও ২ জন মনোনীত সভ্য বোর্ড রাখার পক্ষে গরিষ্ঠ মতামত দেওয়ায়, বিশেষ করে এখানের ইউনিয়ন বোর্ডটি প্রত্যাহার না করার পক্ষে সুপারিশ করা গেল'।[৩৪] জেলাশাসকদের কাছ থেকে এই সুপারিশ আশায় বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ ১৯ ডিসেম্বর ১৯২১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানালেন যে, জেলার পাঁশকুড়া থানা এলাকার গোপালনগর ইউনিয়ন বোর্ড ছাড়া সমস্ত জেলা থেকে ২২৬ টি ইউনিয়ন বোর্ড তুলে দেওয়া হল। এর কিছুদিন পর, ১ মার্চ ১৯২২ তারিখে বাংলা সরকারের স্বায়ত্তশাসন বিভাগ আবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানায়, গোপালনগর থেকেও অবশিষ্ট ইউনিয়ন বোর্ডটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল।[৩৫]

সবশেষে বলা যায়, পাঁশকুড়া থানায় ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী গণআন্দোলন এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, সমগ্র জেলার গণ-আন্দোলনের তুলনায় তা কোন অংশে কম নয়। মেদিনীপুরে ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহিত হয়েছিল সম্পন্ন হইতে দরিদ্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের ফলে। এই আন্দোলনের পর নেতৃত্ব চলে গিয়েছিল সম্পন্ন সম্প্রদায়ের হাতে। গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা বড় লোকেদের

নিয়ন্ত্রণাধীন হয়েছিল। সেই সাথে সাথে আন্দোলন উপলক্ষে সাধারণ লোকেরা আত্ম প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক শোষণের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সাধারণ লোককে সচেতন করে তুলেছিল এই আন্দোলন। পরবর্তীকালে মেদিনীপুরে ১৯৩০-৩৪ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের যে ব্যাপকতা তার ভীত অনেকটাই শক্ত করেছিল ইউনিয়ন বোর্ড বিরোধী এই গন আন্দোলন।

তথ্য সূত্র:

১. তারাপদ সাঁতরা, 'মেদিনীপুরঃ সংকৃতি ও মানবসমাজ', কৌশিকি প্রকাশনী, বাগনান, ১৯৮৭, পৃ. ১০৫।
২. Home Political Department, File No. 87/22, No. 85c, 29th January, 1922, p. 2.
৩. bn.m.wikipedia.org, search by title: Paschimbanga Panchayet babastha.
৪. অসিতকুমার বসু, 'পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৪২।
৫. অসিতকুমার বসু, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৬।
৬. https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 6.
৭. https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 7.
৮. https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 9.
৯. https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 10.
১০। https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 13.
১১. https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, pp. 17, 18.
১২. https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, pp. 20-22.
১৩. https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 22.
১৪. https://archive.org search by 'Bengal Village Self Government Act 1919', Part I, Chapter II, Union Board, Section 6, p. 25.
১৫. Biidyut Chakrabarty, 'Local Politics and Indian Nationalism Midnapur' (1919-44), Manohar Publishers, New Delhi, 1997, p. 86.
১৬. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'স্বরাজের পথে', প্যাপিরাস, ১৯৯৪, পৃ. ১০০।
১৭. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'স্বরাজের পথে', প্যাপিরাস, ১৯৯৪, পৃ. ১০১।
১৮. Birendranath Sansmal, 'Beware of Union Board', Amritabazar Patrica, 22.10.1921.
১৯. 'নীহার' পত্রিকা, ১২ মে, ১৯২১।
২০. Birendranath Sansmal, 'Beware of Union Board', Amritabazar Patrica, 22.10.1921.

২১. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'স্বরাজের পথে', প্যাপিরাস, ১৯৯৪, পৃ. ১০৮।
২২. 'Swadhinata Sangrame Tamluk, Adiyug Theke 1940', Tamralipta Jatiya Sarkar Smarak Kamitir Joutha Uddoge Prakashita, 2009, p. 99.
২৩. বসন্ত কুমার দাস, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর', ভলিউওম - ১, মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮৪, পৃ. ২৮৪।
২৪. Bengal Local Self Government, 1921 Population in Panskura, Bengal District Gazetter, B. Volume, Midnapur District, p. 57.
২৫. Biidyut Chakrabarty, 'Local Politics and Indian Nationalism Midnapur' (1919-44), p. 86.
২৬. 'নীহার' পত্রিকা, 8 অক্টোবর, ১৯২১।
২৭. Biidyut Chakrabarty, 'Local Politics and Indian Nationalism Midnapur' (1919-44), p. 88.
২৮. বসন্ত কুমার দাস, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর', ভলিউওম - ১, মেদিনীপুর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস সমিতি, ১৯৮৪, পৃ. ২৮৮।
২৯. 'Midnapurs Tryst With Struggle', West Bengal State Archives, Higher Education Department, Government of West Bengal, 2004, Editor Dr. Pranab Kumar Chatterjee, P. 136.
৩০. 'Midnapurs Tryst With Struggle', p. 138.
৩১. Biidyut Chakrabarty, 'Local Politics and Indian Nationalism Midnapur' (1919-44), p. 89.
৩২. 'Midnapurs Tryst With Struggle', p. 141.
৩৩. হিতেশরঞ্জন সান্যাল, 'স্বরাজের পথে', প্যাপিরাস, ১৯৯৪, পৃ. ১১১।
৩৪. Government of Bengal, Local Self Government Department, Local Self Government (Local Branch), July, 1922, Proceedings No.S. 36-39, File No. L. 2-U-S, Serial NoS. 1-7. P. 51.
৩৫. Government of Bengal, Local Self Government Department, Local Self Government (Local Branch), July, 1922, Proceedings No.S. 36-39, File No. L. 2-U-S, Serial NoS. 1-7. P. 59.